ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০২ টি	০১ টি	০১ টি	-	০১ টি	২ টি	১ বছর (৫৪.৫৪%) ৬ মাস (১৮.১৮%)	১ টি	১৭.৮০ (১৬.৯৫%)

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০২ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
"ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন"	১০০৫.৪৭	সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৩
"নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ"	১২২.৮০	এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৩

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
"ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন"	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অটোমেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হওয়ায়, তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ; যানবাহন, জনবল ও অফিস সরঞ্জাম খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ৬৪টি জেলা অফিসের জন্য ৬৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়; প্রশিক্ষণ খাতে অতিরিক্ত ৫০০ জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান; ৩টি ল্যাপটপ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী) এর পরিবর্তে ৮০টি ল্যাপটপ ক্রয়ের প্রয়োজন হওয়ায় এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের সাথে ডাটা কালেকশন অন্তর্ভুক্তিপূর্বক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ১০/১০/২০১২ তরিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭/১০/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।
"নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ"	মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় (প্রতি ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের মুদ্রার মান ৭২ টাকা থেকে ৮২ টাকা হওয়ায়) প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৫.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ১২৩.০০ লক্ষ টাকায় স্থানান্তরিত হয়। অপরদিকে, UN-GOB Joint Programme-এর আওতায় সবগুলো কর্মসূচির মেয়াদ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১) আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	১) বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
“ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন”	
২) প্রকল্পটি Relevancy, Effectiveness, efficiency, impact, sustainability এ পাঁচটি Criteria-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রকল্পটি Relevancy ব্যতীত অন্য কোন Criteria-তে উত্তীর্ণ হতে পারেনি,	২) প্রকল্পের আওতায় ১৯.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরিকৃত ডাটাবেইজ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কাজেই এ ধরনের ডাটাবেইজ আদৌ তৈরি করা হয়েছে কি-না বা তৈরি করা হয়ে থাকলে এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা খতিয়ে দেখে আইএমইডি’কে অবহিত করবে।
৩) পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-১৬ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক হলেও বর্ণিত প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি।	৩) প্রকল্পটির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করায় আইনের ব্যত্যয় হয়েছে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সম্ভাব্য বাজেট প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে) প্রণয়ন প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

"ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন" শীর্ষক

বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়, ৬৪টি জেলা অফিস, ৩১টি মিশন সেন্টার, ৭টি ইমাম ট্রেনিং একাডেমী।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০০৭.০০ ১০০৭.০০ -	১০০৭.০০ ১০০৭.০০ -	১০০৫.৪৭ ১০০৫.৪৭ -	সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১২	সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৩	সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৩	-	১ বছর (৫৪.৫৪%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	জনবলের বেতন-ভাতা	জন	৭৯.৩৭	২০	৭৯.৩৭	২০
২।	ভ্রমণ ভাতা	থোক	১১.৩৯	-	১১.৩৯	-
৩।	টেলিফোন (স্থাপন ও বিল)	সেট	৫.৩০	৫	৫.৩০	৫
৪।	জ্বালানী (পেট্রোল, সিএনজি)	সংখ্যা	৫.৫০	১	৫.৫০	১
৫।	রেজিস্ট্রেশন এন্ড ইন্স্যুরেন্স	সংখ্যা	২.৪০	১	২.৪০	১
৬।	ষ্টেশনারী	থোক	৮.২০	-	৮.২০	-
৭।	প্রশিক্ষণ	জন	১৫৩.৮৬	২০০০	১৫৩.৮৬	২০০০
৮।	মাজার, পবিত্র স্থান ও ইসলামিক স্থাপত্য জরিপ এবং ডকুমেন্টারী প্রণয়ন	সংখ্যা	৪২.০০	১	৪২.০০	১
৯।	কনসালটেন্সি ফি	জনমাস	৮.৫৮	২২	৮.৫৮	২২
১০।	কমিটি মিটিং	সংখ্যা	১১.১৬	৯৩	১১.১৬	৯৩
১১।	বিবিধ ব্যয়	থোক	৩১.৮২	-	৩০.২৯	-
১২।	যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৪.৩৯	১	৪.৩৯	১
১৩।	সফটওয়্যার ও কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়	থোক	৬.০০	-	৬.০০	-
১৪।	যানবাহন	সংখ্যা	৫০.০০	১	৫০.০০	১
১৫।	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	সেট	৪০২.৪৪	৪২৮	৪০২.৪৪	৪২৮
১৬।	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	সংখ্যা	৫০.০০	৮	৫০.০০	৮
১৭।	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	সংখ্যা	৬৪.৯৫	১২৪	৬৪.৯৫	১২৪
১৮।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৯.৬৪	৩৫৭	১৯.৬৪	৩৫৭
১৯।	আর্কাইভ স্থাপন	সংখ্যা	৫০.০০	১	৫০.০০	১
	মোটঃ		**১০০৭.০০**		**১০০৫.৪৭**	

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** পিসিআর-এ প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত উল্লেখ না থাকলেও সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় নিম্নলিখিত কাজগুলো অসমাপ্ত পাওয়া যায়ঃ

অসমাপ্ত কাজ	কাজ অসমাপ্তের কারণ
■ ভিডিও কনফারেন্সিং- এর কাজ (প্রধান কার্যালয়ে ২টি ও ৭টি বিভাগীয় শহরসহ মোট ৯টি স্থানে করার কথা থাকলেও তা সম্পন্ন করা হয়নি); ■ সফটওয়্যারগুলো ফাংশনাল না করা অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে তথ্য ইনপুট না দেওয়া (৮টি মডিউল); ■ ইসলামিক ঐতিহ্য ও স্থাপনা নিয়ে ডকুমেন্টারী প্রণয়ন না করা; এবং ■ ডিজিটাল আর্কাইভের কাজ সম্পন্ন না করা।	পিসিআর-এ কাজগুলো অসমাপ্ত থাকার কোন কারণ উল্লেখ নেই। তবে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা না থাকার কারণে যথাসময়ে সংগ্রহ কাজ না করায় বর্ণিত কাজগুলো অসম্পূর্ণ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত প্রসারমান প্রযুক্তি। বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ ঘোষণা করেছে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ অনুমোদন করেছে। ভিশন-২০২১ এ সরকার যে ৫টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "Good Governance" প্রতিষ্ঠা করা, যার আওতায় "তথ্য জানার অধিকার এবং ই-গভর্ণেন্স চালু করা হবে"। এছাড়া সরকার লক্ষ্য অনুযায়ী দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাপ্তরিক কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশন অত্যন্ত জরুরি। সরকারের এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন-র আওতাধীন ৬৪টি জেলা কার্যালয়সমূহ, ৩১টি ইসলামিক মিশন অফিস এবং ৭টি ইমাম ট্রেনিং একাডেমীর কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশন এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৩১টি মিশন সেন্টার এবং ৭টি ইমাম ট্রেনিং একাডেমী কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশন/অটোমেটেড করা এবং ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের সাথে এ সকল কার্যালয়সমূহের ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;

খ) তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;

গ) সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কম্পিউটারাইজেশন সিস্টেমের সাথে পরিচিতি করানো, যাতে তারা আইসিটি পলিসি-২০০৯ এর প্রতিপাদ্য মেনে চলতে পারে; এবং

ঘ) ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্লভ তথ্য এবং ডকুমেন্ট সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর ১১/০৮/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পটি ০৯/১১/২০১০ তারিখে ১০০৭.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্প সংশোধনঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অটোমেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হওয়ায়, তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ; যানবাহন, জনবল ও অফিস সরঞ্জাম খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ৬৪টি জেলা অফিসের জন্য ৬৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়; প্রশিক্ষণ খাতে অতিরিক্ত ৫০০ জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান; ৩টি ল্যাপটপ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী) এর পরিবর্তে ৮০টি ল্যাপটপ ক্রয়ের প্রয়োজন হওয়ায় এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের সাথে ডাটা কালেকশন অন্তর্ভুক্তিপূর্বক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। ১০/১০/২০১২ তরিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭/১০/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	৩১৪.০০	৩১৪.০০	-	২৩৫.৫০	৬৮.০০	৬৮.০০	-
২০১১-২০১২	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	৩৪৬.৫০	২৬৩.৭৬	২৬৩.৭৬	-
২০১২-২০১৩	৬৭৫.২৪	৬৭৫.২৪	-	৬৭৩.৭১	৬৭৩.৭১	৬৭৩.৭১	-
মোটঃ	**১৩৩৯.২৪**	**১৩৩৯.২৪**	**-**	**১২৫৫.৭১***	**১০০৫.৪৭**	**১০০৫.৪৭**	**-**

* বছরওয়ারী ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ নিয়মানুযায়ী সরকারী কোষাগারে ফেরৎ দেয়া হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন খান পরিচালক	২০/১২/২০১০	৩০/০৬/২০১৩

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি হতে গত ২৩/০৩/২০১৪ তারিখে রাজশাহী জেলা, ৩০/০৩/২০১৪ তারিখে খুলনা জেলা এবং ১০/০৪/২০১৪ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১১.১ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাঃ** প্রকল্পে ২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৭৯.৩৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ পুরো টাকাই খরচ হয়েছে। ড্রাইভার নিয়োগ করার কথা থাকলেও ড্রাইভার নিয়োগ না করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন এমএলএসএস দ্বারা ড্রাইভারের কাজ চালানো হয় এবং তাকে রাজস্ব খাত হতে এমএলএসএস-এর বেতন প্রদানের পাশাপাশি প্রকল্প হতে পুনরায় ড্রাইভারের বেতন-ভাতা দেয়া হয় বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। উল্লেখ্য, তিনি এমএলএসএস হিসেবে রাজস্ব বেতনভুক্ত কর্মচারী এবং তাকে প্রকল্পের আওতায় পুনরায় উন্নয়ন বাজেট থেকে ড্রাইভার হিসেবে বেতন দেয়া হয়েছে, যা চরম আর্থিক অনিয়ম।

১১.২ **ভ্রমণভাতাঃ** গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ, গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক স্থাপনা ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্পের কাজে বিভিন্ন জেলা সফরে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন জেলায় সফর বাবদ আরডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ১১.৩৯ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

১১.৩ **টেলিফোনঃ** ৫টি টেলিফোন সংযোগ এবং এগুলোর বিল বাবদ আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত ৫.৩০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫.৩০ লক্ষ টাকাই ব্যয় দেখানো হয়েছে। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৪টি টেলিফোন (ডিজিটাল আর্কাইভ, পরামর্শকের কক্ষ, উপ-পরিচালকের কক্ষ এবং ইন্টারকম কক্ষ) সংযোগের তথ্য পাওয়া যায়। টেলিফোন বাবদ আরডিপিপি সংস্থানকৃত অর্থের পুরোটাই খরচ হওয়া অসংগতিপূর্ণ।

১১.৪ **স্টেশনারীঃ** প্রকল্প কার্যালয়ের বিভিন্ন স্টেশনারী ক্রয় বাবদ ৮.২০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮.২০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে।

১১.৫ **প্রশিক্ষণঃ** ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন স্তরের ২০০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১৫৩.৮৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৫৩.৮৬ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে।

১১.৬ **মাজার, পবিত্র স্থান ও ইসলামিক স্থাপত্য জরিপ এবং ডকুমেন্টারি প্রণয়নঃ** আরডিপিপিতে এ খাতে সংস্থানকৃত ৪২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪২.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। এ অংগের আওতায় প্রায় ২.৬০ লক্ষ মসজিদের তথ্য, মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের তথ্য এবং মাজার, খানকাহ শরীফ, হেফজখানা, ইসলামিক প্রাচীন ঐতিহ্যের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের "মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের শিক্ষকদের মাধ্যমে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান এবং তথ্য সংগ্রহ

বাবদ শিক্ষকদেরকে ফরম প্রতি ৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এসব তথ্য 'সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট' অংগের আওতায় তৈরিকৃত সফটওয়্যারে ইনপুট দেয়ার কথা থাকলেও তা সম্পন্ন হয়নি এবং এ অংগের আওতায় ইসলামিক ঐতিহ্য ও স্থাপত্য নিয়ে কোন ডকুমেন্টারি প্রণয়ন করা হয়নি।

১১.৭ **কমিটি মিটিং:** বিভিন্ন কমিটির সম্মানী বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১১.১৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১১.১৬ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মোট ৯৩টি মিটিং সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে।

১১.৮ **বিবিধঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বিবিধ অংগে সংস্থানকৃত ৩১.৮২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩০.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় তথ্য সংগ্রহের ফরম প্রেরণ ও জেলা হতে গ্রহণ, ল্যাপটপ ও আনুষংগিক যন্ত্রপাতি প্রেরণ, পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, জেলা কার্যালয়ে লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান, প্রকল্প কার্যালয় সজ্জিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন, অফিস ইক্যুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনির্ধারিত মিটিং ও খরচ বাবদ এ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তবে পরিদর্শনের সময় রাজশাহী ও খুলনা জেলা হতে জানা যায় যে, তারা এ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ পায়নি। এছাড়াও 'সফটওয়্যার ও কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ' নামক পৃথক একটি অংগের আওতায় ৬.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৬.০০ লক্ষ টাকা আলাদাভাবে খরচ হলেও এ খাতেও একই ধরনের খরচ দেখানো হয়েছে।

১১.৯ **সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টঃ** ৮টি মডিউলের সফটওয়্যার তৈরি বাবদ ডিপিপিতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এ সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মটি অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ (খ) তে এবং সফটওয়্যারগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ১৫.২.৬ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১.১০ **অফিস যন্ত্রপাতিঃ** ১২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৬৪.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ বাবদ ৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এ সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ (গ) তে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১.১১ **ডিজিটাল আর্কাইভঃ** একটি ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা বাবদ আরডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫০.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। এ সংক্রান্ত অনিয়ম অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ (ঘ) এবং অনুচ্ছেদ ১৫.২.৮ তে বর্ণিত হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের সামগ্রিক মূল্যায়নঃ

১২.১ **নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করা হয়েছেঃ**

(ক) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার সাথে পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অবস্থার তুলনা;
(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি এবং পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট/সফটওয়্যারের কার্যক্রম পর্যালোচনা;
(ঘ) ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্টস পর্যালোচনা; এবং
(ঙ) প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা।

১২.২ **প্রকল্প মূল্যায়নের দুর্বল দিকঃ** প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বাস্তবায়িত হলেও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কেবল রাজশাহী ও খুলনা জেলা এবং ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়।

১২.৩ **নিম্নে প্রকল্প মূল্যায়নের পাঁচটি Criteria'র সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর অর্জনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ**

Evaluation Criteria	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	প্রকল্পে প্রতিফলন
Relevancy	MDG, Sixth Five Year Plan এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কি-না	Sixth Five Year Plan এর Part-I, Page-32-এ উল্লেখ রয়েছে যে, To provide better and speedier service and to improve the transparency and accountability of public service agencies, priority will be given to the implementation of e-governance through the implementation of the digital Bangladesh initiatives. কাজেই e-governance প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে digital Bangladesh প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রাসঙ্গিক।

Evaluation Criteria	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	প্রকল্পে প্রতিফলন
Effectiveness	প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে বা প্রকল্পটি তার মূল লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে কি-না	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় দৃশ্যতঃ কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় যা অনুচ্ছেদ ১৫.২.১-১৫.২.৯ এ বর্ণিত হয়েছে। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি এবং এটি তার মূল লক্ষ্য অর্জনেও সক্ষম হয়নি।
Efficiency	■ Financial Resource প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে কতটা economically করা হয়েছে। ■ প্রকল্পের Benefit Cost Ratio (BCR) সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তার থেকে আরো ফলাফল পাওয়া যেত কি-না। ■ প্রকল্পটি সময়মত বাস্তবায়িত হয়েছে কি-না।	প্রকল্পটির কোন Procurement Plan পাওয়া যায়নি, তবে ডিপিপি'তে বর্ণিত Procurement Plan অনুযায়ী কিছু কিছু ক্রয় কার্যক্রম OTM পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়নি, যা অনুচ্ছেদ ১৫.২.২-তে বর্ণিত আছে। এছাড়াও প্রকল্পের কিছু ক্রয় কার্যক্রমের ব্যয় ও পিসিআর-এ প্রদর্শিত ব্যয়ের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে, যা অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ তে বর্ণিত হয়েছে এবং নিয়ম বহির্ভুতভাবে কয়েকটি ক্রয় কার্যক্রমের অব্যয়িত অর্থ অন্য অংগে ব্যয় করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ (ঙ)) বলে প্রকল্প পরিচালক জানালেও এ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের Financial Resource ব্যবহারে Efficiency'র অভাব ছিল। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর করার জন্য এ প্রকল্পটিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা। প্রকল্পটির কার্যক্রমের মাধ্যমে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে এবং জেলা কার্যালয়সহ ইসলামিক মিশন ও ইমাম ট্রেনিং একাডেমীতে এগুলো বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৫.২.১ থেকে ১৫.২.৯ তে বর্ণিত অনিয়মগুলোর কারণে এটি তার মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের সকল কাজ মূল অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। তা মূল অনুমোদিত সময়ের ৫৪.৫৪% বেশি।
Impact	■ প্রকল্পের Intervention এর ফলে কোন ধরনের Positive বা negative change হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয়গুলোতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রায় ২০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে জনবলের দক্ষতার কিছু না কিছু উন্নয়ন হয়েছে বলে আশা করা যায়। তবে এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান যেমনঃ যেকোন ডকুমেন্ট স্ক্যান করে ই-মেইলে জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ বা জেলা কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ ইত্যাদি ধরনের কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়াও সফটওয়্যারগুলো ফাংশনাল না হওয়ায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি পায়নি।
	■ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাজ কতটুকু IT Driven হয়েছে বা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে।	প্রকল্পটির Log-Frame-এর Goal-এ উল্লেখ রয়েছে যে, "Islamic Foundation transformed into an IT-driven organization and supported to ensure access to information by mass people to facilitate e-governance and all sorts of on-line ICT enabled services. কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে না এবং এ প্রকল্পের আওতায় যে ৮টি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে বা ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো অসম্পূর্ণ থাকায় (অনুচ্ছেদ- ১৫.১.২ তে বর্ণিত) কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা কোনটাই নিশ্চিত হয়নি।

Evaluation Criteria	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	প্রকল্পে প্রতিফলন
Sustainability	প্রকল্পের Intervention এর ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যে IT equipment বা সফটওয়্যার তৈরি করেছে তা দীর্ঘ মেয়াদে বহাল থাকবে কি-না।	■ IT equipment (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার) গুলোর কোন Technical problem দেখা দিলে এগুলো মেরামত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একটি ICT Cell স্থাপন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। ■ ভিডিও কনফারেন্স (৯টি স্থানে), সফটওয়্যার (৮টি) এবং ডিজিটাল আর্কাইভ অসম্পন্ন রয়েছে। এগুলোতে তথ্য Input দেওয়া বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেয়ার কথা থাকলেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। যেহেতু কাজের পূর্ণাঙ্গতা পায়নি, কাজেই Sustainable হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এছাড়াও Accounting module ব্যতীত অন্যান্য সফটওয়্যার ও ডিজিটাল আর্কাইভ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

১৩.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৩১টি মিশন সেন্টার এবং ৭টি ইমাম ট্রেনিং একাডেমী কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশন/ অটোমেটেড করা এবং ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের সাথে এর অধীন কার্যালয়সমূহের ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৩১টি মিশন সেন্টার এবং ৭টি ইমাম ট্রেনিং একাডেমীতে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার সরবরাহ করা হয়েছে এবং জেলা কার্যালয়সমূহে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য মডেম সরবরাহ করা হয়েছে;
তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;	প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে না। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। অনুচ্ছেদ- ১২.৩ এ Impact অংশে বর্ণিত হয়েছে;
সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কম্পিউটারাইজেশন সিস্টেমের সাথে পরিচিতি করানো যাতে তারা আইসিটি পলিসি-২০০৯ এর প্রতিপাদ্য মেনে চলতে পারে; এবং	সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং
ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্লভ তথ্য এবং ডকুমেন্ট সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন।	ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্লভ তথ্য এবং ডকুমেন্ট সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা অসম্পন্ন রয়েছে। তবে একটি ডিজিটাল স্টুডিও স্থাপন করা হয়েছে এবং এখান থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হবে। কিছু ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।

১৪.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। অর্জিত না হওয়ার বিস্তারিত কারণ অনুচ্ছেদ ১৫.২.১ থেকে ১৫.২.৯ তে বর্ণিত আছে।

১৫.০ <u>আইএমইডি'র বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৫.১ **<u>প্রকল্পটির ভাল দিকসমূহঃ</u>**

১৫.১.১ **<u>প্রকল্পটি মূল্যায়নে একটি Criteria-তে উত্তীর্ণ হওয়াঃ</u>** প্রকল্পটি Relevancy, Effectiveness, efficiency, impact, sustainability এ পাঁচটি Criteria-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রকল্পটি শুধু Relevancy Criteria-তে উত্তীর্ণ হয়েছে যা অনুচ্ছেদ- ১২.৩ এ বর্ণিত আছে।

১৫.১.২ **ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করাঃ** ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশন/অটোমেটিভ করার নিমিত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ৩৪৮টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ইউপিএস, ৭৭টি ল্যাপটপ, ৩৮৭টি পেন ড্রাইভ, ৬৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১০২টি নরমাল লেজার প্রিন্টার, ১৪টি নেটওয়ার্কিং প্রিন্টার, ১২৪টি স্ক্যানার ইত্যাদি। এছাড়াও ২০০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট (৮টি), ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে ডকুমেন্টারি প্রণয়ন এবং প্রধান কার্যালয়ে ২টি স্থান ও ৭টি বিভাগীয় শহরসহ মোট ৯টি স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর কার্যক্রমগুলো অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

১৫.২ প্রকল্পের অনিয়ম/বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.২.১ **মূল্যায়নের ৪টি Criteria-তে উত্তীর্ণ হতে না পারাঃ** প্রকল্পটি Relevancy, Effectiveness, efficiency, impact, sustainability এ পাঁচটি Criteria-তে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রকল্পটি Relevancy ব্যতীত অন্য কোন Criteria-তে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, যা অনুচ্ছেদ- ১২.৩ এ বর্ণিত আছে।

১৫.২.২ **বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা না থাকা:** পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-১৬ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক হলেও বর্ণিত প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি। তবে আরডিপিপিতে যে ক্রয় পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল সে অনুসারে নিম্নলিখিত ক্রয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করা হয়নি।

ক্রয়ের নাম	আরডিপিপিতে ক্রয় প্রক্রিয়ার পদ্ধতি	বাস্তবে যে পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট (৮টি মডিউল)	OTM	RFQ পদ্ধতিতে ২টি, নিজস্ব জনবল দ্বারা বাকি ৬টি
ডিজিটাল আর্কাইভ-এর সফটওয়্যার	OTM	RFQ
মেশিনারিজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির আওতায় ৫টি এসি, ৩টি ফটোকপি মেশিন	OTM	RFQ
আসবাবপত্র অংগের আওতায় কম্পিউটার টেবিল এবং চেয়ার	OTM	RFQ

এছাড়াও ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভিডিও কনফারেন্সিং, ডিজিটাল আর্কাইভ-এর যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার ক্রয়, LAN ও PABX সংযোগ স্থাপন, HRM Software, Accounts Software সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ১৫টি কাজের ক্রয়াদেশ ১২/০৬/২০১৩ থেকে ২৩/০৬/২০১৩ তারিখের মধ্যে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একাজগুলো প্রকল্প মেয়াদের শেষ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। সরবরাহকারীরা ঐ মাসেই যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং ঐ মাসেই বিল পরিশোধ করা হয়। কাজেই ক্রয় পরিকল্পনা না থাকার ফলে এমনটি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৫.২.৩ **আরডিপিপি সংস্থানের সমান সমান অর্থ খরচ হওয়াঃ** প্রকল্পটির ১৯টি অংগের মধ্যে ১৮টি অংগে আরডিপিপি সংস্থানের ঠিক সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, যা প্রায় অসম্ভব। একমাত্র বিবিধ ব্যয় অংগে ৩১.৮২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩০.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে অর্থাৎ এ অংগে ১.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়েছে। বিভিন্ন কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রাপ্ত বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা নিম্নরূপঃ

(ক) আরডিপিপি'র পৃষ্ঠা নং ১৮-এ কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ (নেটওয়ার্কিংসহ) অংগের আওতায় ৪০২.৪৪ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে পিসিআর-এ সম্পূর্ণ খরচ দেখানো হলেও নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলোর আরডিপিপি'র সংস্থান ও চুক্তিমূল্যের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

যন্ত্রপাতির নাম	আরডিপিপি সংস্থান		চুক্তিমূল্য		সাশ্রয়	মন্তব্য
	সংখ্যা	আর্থিক	সংখ্যা	আর্থিক		
সার্ভার	২টি	২১.০০	২টি	১১.০০	১০.০০	উল্লেখ্য, টিইসি কমিটির কার্যবিবরণী এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যেসকল
ল্যাপটপ	৮০টি	৬০.০০	৭৭টি	৪৪.০৪	১৫.৯৬	
স্ক্যানার	১২৫টি	১৩.৭৬	১২৪টি	১০.৫১	৩.২৫	

ভিডিও কনফারেন্স	-	১১০.৭০	-	৮০.৬১ (ভিডিও কনফারেন্স-৭২.১৭, পিএবিএক্স-৩.৫৪, LAN-৪.৯০)	৩০.০৯	NOA ইস্যু করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে এ সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
মোটঃ		**২০৫.৪৬**		**১৪৬.১৬**	**৫৯.৩০**	

(খ) আরডিপিপি'র পৃষ্ঠা- ১৯ অনুসারে মোট ৮টি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হলেও এ খাতে প্রকৃত খরচ হয়েছে ৯.৮০ লক্ষ টাকা। RFQ পদ্ধতিতে Human Resource Management System এবং Accounts Module ক্রয় করা বাবদ আরডিপিপি'তে সংস্থানকৃত যথাক্রমে ৯.৫০ লক্ষ টাকা ও ১০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে খরচ হয়েছে ৪.৮০ লক্ষ টাকা ও ৪.৬০ লক্ষ টাকা। অন্য ৬টি সফটওয়্যার নিজস্ব জনবল (প্রকল্পে নিয়োজিত প্রোগ্রামার) দ্বারা তৈরি করা হয় বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। কাজেই এ খাতে সাশ্রয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ছিল (৫০.০০-৯.৮০) বা ৪১.২০ লক্ষ টাকা।

(গ) আরডিপিপি'র পৃষ্ঠা- ২০ এর Machineries & other equipments অংগের আওতায় নিম্নলিখিত আইটেমগুলোর আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত মূল্য এবং ক্রয় মূল্যের পার্থক্য নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

যন্ত্রপাতির নাম	আরডিপিপি'র সংস্থান		চুক্তিমূল্য		সাশ্রয়	মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা		
এয়ার কন্ডিশন	৫টি	৮.০০	৫টি	৭.১৮	০.৮২	উল্লেখ্য, টিইসি কমিটির কার্যবিবরণী এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যেসকল NOA ইস্যু করা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে এ সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
ফটোকপি	৩টি	৬.০০	৩টি	৫.৫৭	০.৪৩	
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৬৪টি	৪৮.০০	৬৪টি	৩৪.৫০	১৩.৫০	
মোটঃ		**৬২.০০**		**৪৭.২৫**	**১৪.৭৫**	

অর্থাৎ, যন্ত্রপাতি খাতে আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থ সম্পূর্ণ খরচ হয়নি। অথচ, পিসিআর-এ এ খাতে সংস্থানকৃত পুরো অর্থই ব্যয় দেখানো হয়েছে।

(ঘ) আরডিপিপি'র পৃষ্ঠা- ২১ এর ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের লক্ষ্যে মোট ৩১.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এ খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা খরচ অর্থাৎ (৫০.০০-৩১.৩০) বা ১৮.৭০ লক্ষ টাকা বেশি খরচ দেখানো হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্প পরিচালক জানান, বিভিন্ন অংগের সাশ্রয়কৃত অর্থ মসজিদ, মাজার, খানকাহ শরীফ ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এসব তথ্য সংগ্রহ বাবদ আরডিপিপি'র 'মাজার, পবিত্র স্থান ও ইসলামিক স্থাপত্য জরিপ এবং ডকুমেন্টারী প্রণয়ন' অংগে ৪২.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে।

১৫.২.৪ **জনবল নিয়োগ না করে বেতন দেওয়াঃ** প্রকল্পের ২০ জন জনবল নিয়োগের বিপরীতে ড্রাইভার ব্যতীত ১৯ জন লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ড্রাইভার নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হওয়ায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাজস্ব বাজেটের একজন এমএলএসএস দ্বারা ড্রাইভারের কাজ চালানো হয় এবং তাকে প্রকল্পে ড্রাইভারের জন্য সংস্থানকৃত অর্থ হতে বেতন দেয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২ বার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও ড্রাইভার না পাওয়ায় জরুরি প্রয়োজনে এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে নিয়োগকৃত এমএলএসএস পদে বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে রাজস্ব খাত হতে বেতন প্রদান এবং তাকেই প্রকল্পের আওতায় পুনরায় ড্রাইভার হিসেবে বেতন দেয়া হয়েছে, যা চরম আর্থিক অনিয়ম।

১৫.২.৫ **ডকুমেন্টারি তৈরি না করাঃ** মাজার, পবিত্র স্থান এবং ইসলামিক স্থাপত্য জরিপ সম্পন্ন করে এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি প্রণয়ন বাবদ ৪২.০০ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হলেও কোন ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়নি। এ প্রসংগে প্রকল্প পরিচালক জানান, মাজার, পবিত্র স্থান এবং ইসলামিক স্থাপত্যের তথ্য, উপাত্ত ও ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৫.২.৬ **সফটওয়্যারগুলো Functional নয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় ৮টি সফটওয়্যার তৈরির কথা, কিন্তু পরিদর্শনের সময় Mosque Management Information System Software-এর কিছু কাজ দেখা হয়, এ সফটওয়্যারে বাংলাদেশের প্রায় ২.৬০ লক্ষ মসজিদের বিভিন্ন তথ্য (অবস্থান, প্রতিষ্ঠাকাল, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, কোন ধরনের মসজিদ ইত্যাদি) Upload করার কথা। পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত মোট ১.১৮ লক্ষ মসজিদের তথ্য Upload করা

হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ডাটাবেইজ এবং Majar Management Information System-এর কাজ করা হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান, তবে তিনি এ সফটওয়্যারগুলোর কোন Function দেখাতে পারেন নি। আবার এগুলো Publicly Accessible হবে না বলেও প্রকল্প পরিচালক জানান। এছাড়াও Human Resource Management System (কয়েকটি মেন্যুবার তৈরি করা হয়েছে), Accounts Module-এর কোন ফাংশন দেখা সম্ভব হয়নি। এ দুটি সফটওয়্যার RFQ পদ্ধতিতে ৯.৮০ লক্ষ টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে, যা বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি মনে হয়েছে। এছাড়া সফটওয়্যার সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি অনুচ্ছেদ- ১৫.২.৩ (খ) এ বর্ণিত হয়েছে।

১৫.২.৭ **ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পন্ন না হওয়াঃ** ৭টি বিভাগীয় শহরসহ মোট ৯টি স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিং করার কথা থাকলেও পরিদর্শনের সময় এটি দেখা বা করা সম্ভব হয়নি। তবে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হলেও এগুলো ইনস্টল করে পরীক্ষামূলকভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং করা সম্ভব হয়নি। রাজশাহী ও খুলনা জেলা পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, খুলনায় যন্ত্রপাতিগুলো যথাস্থানে বসানো হলেও রাজশাহীতে যন্ত্রপাতিগুলো আলমারিতে পড়ে রয়েছে। ঢাকার প্রধান কার্যালয়েও যন্ত্রপাতিগুলো ইনস্টল করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক জানান, ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি (৭.১২ লক্ষ টাকা) জমা আছে, সব স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিং সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর পারফরমেন্স সিকিউরিটি ফেরৎ দেয়া হবে। তবে ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ (ক)-এ বর্ণিত হয়েছে।

রাজশাহী জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিসে সরবরাহকৃত প্রজেক্টর

রাজশাহী জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিসে সরবরাহকৃত প্রজেক্টর স্ক্রীন

রাজশাহী জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিসে সরবরাহকৃত ভিডিও কনফারেন্সিং-এর যন্ত্রপাতি

রাজশাহী জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিসে সরবরাহকৃত স্ক্যানার

১৫.২.৮ **অসম্পূর্ণ ডিজিটাল আর্কাইভঃ** ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য এন্ডেভার টেকনোলজি'র অনুকূলে ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে NOA ইস্যু করা হয় এবং ১৩/০৬/২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়, যার চুক্তিমূল্য ৩৯.৯৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভিডিও ক্যামেরাসহ আনুষংগিক অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করে যার মূল্য ২১.৯৮ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি (যার মূল্য ১৭.৯৫ লক্ষ টাকা) সরবরাহ করার জন্য ২০/০৬/২০১৩ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করে এবং গ্রহণ কমিটি ২৯/০৬/২০১৩ তারিখে যন্ত্রপাতি বুঝে নেয়। কিন্তু ভিডিও ক্যামেরা এবং ৪টি কুল লাইট ক্রয় ও ইলেকট্রিফিকেশন কাজের জন্য ক্রয়কারী সংস্থা ১২/০৬/২০১৩ তারিখে দুটি পৃথক কোটেশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যা অসংগতিপূর্ণ মনে হয়েছে। এ অংগের আওতায় একটি ষ্টুডিও স্থাপন করা হয়েছে, যার সাহায্যে Live অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তবে এর উপযোগিতা ও ব্যবহার কিভাবে হবে সেটি বিবেচনায় নেয়া হয়নি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ডিজিটাল আর্কাইভে ইসলামী বই, জার্নাল ইত্যাদি নামমাত্র রয়েছে এবং এটি Publicly

Accessible এখনো হয়নি। ডিজিটাল আর্কাইভ সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ (ঘ) এ বর্ণিত হয়েছে।

১৫.২.৯ **এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয়ঃ** অনুচ্ছেদ ১৫.২.৩ এর পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, মেশিনারিজ ও ইক্যুইপমেন্ট এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন অংগে আরডিপিপি'র সংস্থানকৃত অর্থ (এ ৪টি অংগে আরডিপিপিতে ৫৬৭.৩৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে) হতে প্রায় ১৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এ অব্যয়িত অর্থ কোন অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য অংগে খরচ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান, যা চরম আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী।

১৬.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৬.১ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ১৯টি অংগের মধ্যে ১৮টি অংগে আরডিপিপি সংস্থানের সমান সমান অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে যা প্রায় অসম্ভব এবং একই সংগে অসংগতিপূর্ণ মনে হয়েছে। কয়েকটি অংগের ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আরডিপিপি সংস্থানের সমান সমান অর্থ খরচ দেখানো হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা খরচ হয়নি, সাশ্রয়কৃত অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। এসব অংগের খাতভিত্তিক ব্যয় ও সাশ্রয়কৃত অর্থের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	আরডিপিপি সংস্থান	পিসিআর অনুযায়ী খরচ	ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত প্রকৃত খরচ	সাশ্রয়
(ক) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	৫০.০০	৫০.০০	৯.৮০	৪১.২০
(খ) কম্পিটার ও এক্সেসরিজ	৫০২.৪৪	৪০২.৪৪	৩৪৩.১৪	৫৯.৩০
(গ) অফিস ইক্যুইপমেন্ট	৬৪.৯৫	৬৪.৯৫	৫০.২০	১৪.৭৫
(ঘ) ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন	৫০.০০	৫০.০০	৩১.৩০	১৮.৭০
মোটঃ	**৫৬৭.৩৯**	**৫৬৭.৩৯**	**৪৩৪.৪৪**	**১৩৩.৯৫**

অর্থাৎ এ চারটি অংগেই ১৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে এবং নিয়মানুযায়ী তা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক জানান, এ সাশ্রয়কৃত অর্থ মসজিদ, ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাজার, ইসলামিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ঐতিহ্য ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ ও সফটওয়্যারে তথ্য ইনপুট দেয়ার কাজে ব্যয় হয়েছে এবং এ অর্থ ব্যয়ের ও অনুমোদনের বিষয়ে কোন ডকুমেন্ট তিনি দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রম/অনিয়ম করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মসজিদ, ইমাম, মুয়াজ্জিন, ইসলামিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ঐতিহ্য ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ বাবদ অন্য একটি অংগে (মাজার, পবিত্র স্থান ও ইসলামিক স্থাপত্য জরিপ এবং ডকুমেন্টারী প্রণয়ন) আরডিপিপি সংস্থানকৃত ৪২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪২.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হয়েছে। অধিকন্তু অন্য খাতসমূহের অব্যয়িত ১৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে বর্ণিত তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। এ অনিয়মের বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

১৬.২ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় OTM পদ্ধতিতে মোট ৮টি সফটওয়্যার (Human Resources Management System, Accountant Modules, Imam Database, Mosque Management Information System, Majar Management Information System, Website Development, Baitul Mukarram Car Parking Automation System, Database Management System) ক্রয়ের জন্য আরডিপিপিতে ৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশন RFQ প্রক্রিয়ায় দুটি সফটওয়্যার (প্রথম দুটি) ক্রয় করে এবং এ বাবদ ৯.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বাকী সফটওয়্যারগুলো নিজস্ব জনবল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান এবং এ খাতে সংস্থানকৃত ৫০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫০.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও আইনের ব্যত্যয় এবং আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনের সময় একমাত্র মসজিদের সফটওয়্যারে কিছু কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এখানে আংশিক তথ্য ইনপুট দেয়া হয়েছে। এছাড়া Human Resources Management System সফটওয়্যারটিতে কতগুলো মেনুবার তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কোন তথ্য ইনপুট দেয়া হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ সফটওয়্যারের উপর কোন প্রশিক্ষণও দেয়া হয়নি। তবে অন্যান্য সফটওয়্যারগুলোর কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি এবং সফটওয়্যারগুলো Functional নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা হলেও কোন আউটপুট পাওয়া যায়নি। সুতরাং সফটওয়্যারগুলো কিভাবে Functional করা হবে, এগুলোর ব্যবহারকারী কারা হবে এবং এগুলো কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই করা হবে, সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৬.৩ ৭টি বিভাগীয় শহরসহ ৯টি স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য ৭২.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও পরিদর্শনের সময় কোথাও ভিডিও কনফারেন্স করা সম্ভব হয়নি। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে ৯টি স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর বিষয়টি নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স সিকিউরিটি ফেরৎ দিতে হবে;

১৬.৪ ড্রাইভার নিয়োগ না করে কিভাবে বেতন প্রদান করা হল, তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং যারা এ অনিয়মের সাথে জড়িত হয়ে সরকারি অর্থের অপচয় করেছে তাদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে;

১৬.৫ ডকুমেন্টারি প্রণয়ন না করে এ খাতের সমূদয় অর্থ কিভাবে খরচ করা হল, তা মন্ত্রণালয়কে নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। এছাড়া ডকুমেন্টারি কেন প্রণয়ন করা হল না, তার কারণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৬.৬ অনুচ্ছেদ ১৬.১ থকে ১৬.৫ পর্যন্ত বর্ণিত অনিয়ম এবং অস্বচ্ছতার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি গঠন করবে এবং আর্থিক অনিয়মসহ সকল ধরনের ব্যত্যয় নির্ধারণকরতঃ দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

১৬.৭ প্রকল্পটি মূল্যায়নের ৪টি Criteria-তে কেন উত্তীর্ণ হতে পারেনি, সে বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন;

১৬.৮ প্রকল্পটির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করায় আইনের ব্যত্যয় হয়েছে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সম্ভাব্য বাজেট প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে) প্রণয়ন প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৯ ডিজিটাল আর্কাইভটি Effective করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

"নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ"

শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়নকালের %)
১০৫.০০ - (১০৫.০০)*	১২৩.০০ - (১২৩.০০)	১২২.৮০ - ১২২.৮০	এপ্রিল ২০১০ হতে ডিসেঃ ২০১২	এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৩	এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৩	১৭.৮০ (১৬.৯৫%)	৬ মাস (১৮.১৮%)

* ইউএনএফপিএ

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ	জন	৪৩.৫০	২২৫০	৪৩.৫০	২২৫০
২।	ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ	জন	৪৩.১৭	২২২০	৪৩.১৭	২২২০
৩।	আন্তঃধর্মীয় সংলাপ	সংখ্যা	১৬.৫০	১১	১৬.৪০	১১
৪।	শিক্ষা সফর	থোক	৮.০০	-	৮.০০	-
৫।	হ্যান্ড আউট ও বই মুদ্রণ	থোক	১.০০	-	১.০০	-
৬।	পরিদর্শন ও যাতায়াত	থোক	১.৭৫	-	১.৭৫	-
৭।	কারিকুলাম প্রণয়ন	থোক	০.২৫	-	০.২৫	-
৮।	কমিটি সভা	থোক	১.৪৫	-	১.৩৫	-
৯।	বিবিধ	থোক	৭.৩৮	-	৭.৩৮	-
	মোটঃ		**১২৩.০০**	**-**	**১২২.৮০**	**-**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ পিসিআর অনুসারে সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল অংগের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫০ মিলিয়ন এবং এর অর্ধেকই নারী। UNDP-এর Gender Development Index ২০০৮ এর র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১১০তম স্থানে অবস্থান করছে। সমাজে এখনও নারীদের অধিকার, বিবাহ, তালাক, অভিভাবকত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে UNFPA-এর আর্থিক সহযোগিতায় ১,৫০,০০০ মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ ১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি UN-GOB Joint Programme-এর আওতায় UNFPA সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করার জন্য গৃহীত হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং

খ) প্রকল্প মেয়াদে ২২৫০ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে এবং ২২২০ জন ধর্মীয় মনোভাবাসম্পন্ন মহিলাকে নারী নির্যাতন ও জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, যা এ বিষয়ে মানুষের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক হবে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সহায়ক হবে।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটির মূল টিপিপি ১০৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ পিএ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০/০৫/২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্প সংশোধনঃ মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় (প্রতি ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের মুদ্রার মান ৭২ টাকা থেকে ৮২ টাকা হওয়ায়) প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৫.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ১২৩.০০ লক্ষ টাকায় স্থানান্তরিত হয়। অপরদিকে, UN-GOB Joint Programme-এর আওতায় সবগুলো কর্মসূচির মেয়াদ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	৪০.০০	-	৪০.০০	-	৩৬.০০	-	৩৬.০০
২০১১-২০১২	৪২.০০	-	৪২.০০	-	৪২.০০	-	৪২.০০
২০১২-২০১৩	৪৫.০০	-	৪৫.০০	-	৪৪.৮০	-	৪৪.৮০
মোটঃ	**১২৭.০০**	-	**১২৭.০০**	**-**	**১২২.৮০**	-	**১২২.৮০**

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-সচিব	০১/০৭/২০১০	০৪/০৯/২০১১
০২	জনাব মোঃ নুরুল আমিন, যুগ্ম-সচিব	০৫/০৯/২০১১	২০/০৬/২০১২
০৩	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম-সচিব	২১/০৬/২০১২	৩০/০৬/২০১৩

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক ২৩/০৩/২০১৪ তারিখে রাজশাহী জেলায় এবং পরবর্তীতে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এবং পরিদর্শনের সময় কয়েকজন উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১১.১ **প্রশিক্ষণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২২৫০ জন ধর্মীয় নেতা এবং ২২২০ জন ধর্মীয় মনোভাবাসম্পন্ন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ টিপিপি'তে সংস্থানকৃত যথাক্রমে ৪৩.৫০ লক্ষ টাকা ও ৪৩.১৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে পুরো টাকাই ব্যয় হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় কার্যালয় (রংপুর ব্যতীত), ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে জেন্ডার, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকার ইত্যাদি মোট ১০টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রাজশাহী জেলায় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক ৪টি ব্যাচ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয় কর্তৃক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল।

১১.২ **আন্তঃধর্মীয় সংলাপঃ** ৬টি (রংপুর ব্যতীত) বিভাগীয় শহরে মোট ১১টি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানের জন্য টিপিপি'তে সংস্থানকৃত ১৬.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১১টি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠান বাবদ ১৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতারা একত্রে মিলিত হতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতেন।

১১.৩ **শিক্ষা সফরঃ** নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উন্নয়নশীল দেশগুলো কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বা তারা এ বিষয়টিকে কিভাবে মোকাবেলা করছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ৫ জন কর্মকর্তার বিদেশ প্রশিক্ষণ বাবদ টিপিপি সংস্থানকৃত ৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। টিপিপি'তে বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন হতে ১ জন করে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার কথা উল্লেখ থাকলেও আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন হতে কোন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত না করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে।

১১.৪ **বিবিধঃ** বিবিধ খাতে টিপিপি'তে সংস্থানকৃত ৭.৩৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭.৩৮ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। বিবিধ অংগের আওতায় আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সংস্থান ছিল এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করলেও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করেনি।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে ২ দিনব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
প্রকল্প মেয়াদে ২২৫০ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে এবং ২২৫০ জন ধর্মীয় মনোভাবাসম্পন্ন মহিলাকে নারী নির্যাতন ও জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, যা এ বিষয়ে মানুষের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক হবে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সহায়ক হবে।	প্রকল্প মেয়াদে ২২৫০ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে এবং ২২৫০ জন ধর্মীয় মনোভাবাসম্পন্ন মহিলাকে নারী নির্যাতন ও জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তার এলাকার মানুষদেরকে এসব বিষয়ে সচেতন করার জন্য কতটুকু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বা এসব বিষয়ে মানুষের আচরণে কতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি।

১৩.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পটির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ ধর্মীয় নেতাদেরকে জেন্ডার, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকার, ইভটিজিং ইত্যাদির উপর মোট ১০টি বিষয়ে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এলাকার সাধারণ জনগণকে এসব বিষয়ে কতটুকু সচেতন করতে সক্ষম হয়েছে বা তারা এসব বিষয়ে এলাকায় আলোচনা করেন কি-না বিশেষ করে প্রশিক্ষিত ইমামরা শুক্রবারের খুতবার সময় তাদের আলোচনায় এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন কি-না তা জানা সম্ভব হয়নি। ২৩/০৩/২০১৪ তারিখে রাজশাহী জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয় পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ০৬ (ছয়) জন ইমামের সাথে এবং রাজশাহী জেলার ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির উপ-পরিচালক, রাজশাহী জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক এর সাথে আলোচনা হয়। প্রশিক্ষিত ইমামদের সাথে আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- ✓ এসব বিষয়ে ইমামদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত প্রশিক্ষণের ফলে তারা এ সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে;
- ✓ মাদ্রাসায় শিক্ষিত ইমামরা বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকে কিছু কিছু জানলেও প্রশিক্ষণের ফলে তারা বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পেরেছেন এবং একটি দিক-নির্দেশনা পেয়েছেন;
- ✓ বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষের কাছে কিভাবে Approach করতে হবে তা তারা প্রশিক্ষণের ফলে জানতে পেরেছেন;
- ✓ জুমার নামাজের খুতবার সময় তারা এসব বিষয়গুলো সম্পর্কে মুসল্লীদেরকে অবহিত করছেন এবং মুসল্লীরাও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা জানতে পেরে ইমামদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন;
- ✓ মসজিদে খুতবার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও তারা বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন;
- ✓ মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে এবং মা হওয়ার অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করার ফলে বাল্য বিবাহ কমে গিয়েছে এবং তারা নিজেরাও অনেক বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়াও তারা ইভটিজিং রোধে সহায়তা করতে পেরেছেন এবং এক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে;

- ✓ তারা এ ধরনের প্রশিক্ষণ সবসময় চলমান রাখার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি ও সব ইমামকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

পরিদর্শনের সময় যেসব ইমামদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, তাদের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	ইমামদের নাম	মসজিদের নাম	মসজিদের অবস্থান	মোবাইল নম্বর
১	মোঃ বোরহানউদ্দিন	রুয়েট জিয়া হল জামে মসজিদ	রাজশাহী মহানগর	০১৭২১৩৫৪৬২৬
২	মোঃ গোলাম মাওলা	পবা উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ	পবা, রাজশাহী	০১১৯৬০৪৬৭৬৭
৩	মোঃ সাইফুল ইসলাম	ভদ্রা (জামালপুর) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ	রাজশাহী মহানগর	০১৭১৪২৯৬৬৯৬
৪	মাওলানা মোঃ রাশেদ	আরডিএ ভবন জামে মসজিদ	রাজশাহী মহানগর	০১৯১৩৬৭৮৯৯২
৫	মোঃ রবিউল ইসলাম	উত্তর বুধপাড়া জামে মসজিদ	রাজশাহী মহানগর	০১৭২১৫১৭০৩৩
৬	মোঃ তাহাসান আলী	শ্যামপুর মিজানের মোড় জামে মসজিদ	রাজশাহী মহানগর	০১৭৫৯৭৩৪২৬৪

১৪.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ **ফলোআপ কার্যক্রম না থাকাঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে - ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ধর্মীয় নেতাদেরকে জেন্ডার, নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী ও শিশু পাচার, বাল্য বিবাহ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর অধিকার, ইভটিজিং ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রশিক্ষিত করা যাতে তারা এলাকার জনগণকে এসব বিষয়ে সচেতন করতে পারে। বিশেষ করে, মুসলিম ধর্মীয় নেতারা যেন শুক্রবার জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে এসব বিষয়ে আলোচনা করেন যাতে এলাকার মানুষের মাঝে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়। কিন্তু প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতারা এসব বিষয় সম্পর্কে এলাকায় আলোচনা করেছেন কি-না বা এখনও করেন কি-না সে বিষয়ে কোন ফলো-আপ কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ছিল না।

১৪.২ **রিফ্রেসার্স কোর্স না থাকাঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২২৫০ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে এবং ২২২০ জন ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মহিলাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে কোন ধরনের রিফ্রেসার্স কোর্স না থাকায় প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতারা প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান গণসচেতনার জন্য কিভাবে ব্যবহার করছে সেটা জানা সম্ভব হয়নি।

১৪.৩ প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন না করাঃ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য বিবিধ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ছিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন জেলা হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তা জমা দেয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির মূল্যায়ন সম্পন্ন করেনি। উল্লেখ্য, পিসিআর-এ এ খাতে সংস্থানকৃত অর্থের পুরোটাই খরচ দেখানো হয়েছে।

১৪.৪ **টিপিপি অনুযায়ী বিদেশ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন না হওয়াঃ** নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উন্নয়নশীল দেশগুলো কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বা তারা এ বিষয়টিকে কিভাবে মোকাবেলা করছে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ৫ জন কর্মকর্তার বিদেশ প্রশিক্ষণ বাবদ টিপিপি সংস্থানকৃত ৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। টিপিপি'তে বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন হতে ১ জন করে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার কথা উল্লেখ থাকলেও আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন হতে কোন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত না করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে।

১৫.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৫.১ কোন বিষয়ে ধর্মীয় নেতা বা ইমামদের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এ পদ্ধতিটি খুবই Effective। জনসাধারণকে সচেতন করার নিমিত্ত বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় নেতাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় কোন ফলো-আপ কার্যক্রম, রিফ্রেসার্স কোর্সের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

১৫.২ প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন না করে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা এবং অনুমোদিত টিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিদেশ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।